দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ধি (স্বরসন্ধি)

বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি বলতে বোঝায় দুটি বর্ণের মিলন। তবে আরও স্পষ্ট করে বলা যায় **পাশাপাশি দুটি শব্দের প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ এবং পরের শব্দের প্রথম বর্ণের মিলনকে বলা হয় সন্ধি।**

সন্ধিবদ্ধ দুটি শব্দের প্রথম শব্দের শেষ বর্ণকে বলা হয় **পূর্ববর্ণ** এবং শেষ শব্দের প্রথম বর্ণকে বলা হয় **পরবর্ণ। উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি দুটি শব্দের দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।**

যে নিয়মে দুটি পৃথক শব্দের বর্ণের মিলন হয়ে একটি নতুন শব্দের অথবা একটি শব্দ পৃথক হয়ে দুটি আলাদা শব্দের সৃষ্টি হয়; সেই নিয়মকেই বলা হয় সন্ধির সূত্র।

সন্ধির সূত্রানুযায়ী দুটি শব্দের পাশাপাশি বর্ণের মিলনে সৃষ্টি হওয়া নতুন শব্দকে বলে **সন্ধিযুক্ত শব্দ** এবং **কোনো শব্দকে ভেঙে দুটি ভিন্ন শব্দের সৃষ্টি করাকে বলে সন্ধিবিচ্ছেদ।** যেমন—হিমালয়। এটি একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। কিন্তু এটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় হিম (অ) (পূর্ববর্ণ) + (আ) (পরবর্ণ) লয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণের মতো বাংলা ব্যাকরণেও **সন্ধি চারভাগে বিভক্ত।** যেমন—(ক) স্বরসন্ধি, (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি, (গ) বিসর্গ সন্ধি ও (ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। এই চারপ্রকার ছাড়াও বাংলাতে আরও একপ্রকার সন্ধি আছে। সেটি খাঁটি বাংলা সন্ধি। তবে ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমাদের স্বরসন্ধিই পাঠ্য।

স্বরসন্ধি

সংজ্ঞা : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনের ফলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।

সূত্র ১ : (ক) অ + অ = আ (খ) অ + আ = আ

(গ) আ + অ = আ (ঘ) আ + আ = আ

অ-কার কিংবা আ-কার এর পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়।

(ক) অ + অ = আ (া)

হিম + অচল = হিমাচল।
সূর্য + অস্ত = সূর্যাস্ত।
জীব + অণু = জীবাণু।
পর + অধীন = পরাধীন।
নর + অধম = নরাধম।

শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক
রাম + অয়ণ = রামায়ণ।
নব + অন্ন = নবান্ন।
অপর + অহ্ন = অপরাহ্ণ।

(খ) অ + আ = আ (া)

বিশ্ব + আত্মা = বিশ্বাত্মা।
জল + আশয় = জলাশয়।
দেব + আলয় = দেবালয়।
সিংহ + আসন = সিংহাসন।
শুভ + আশিস = শুভাশিস।
চির + আগত = চিরাগত।

(গ) আ + অ = আ (া)

কথা + অমৃত = কথামৃত।
শিক্ষা + অর্থী = শিক্ষার্থী।
বিদ্যা + অভ্যাস = বিদ্যাভ্যাস।
যথা + অর্থ = যথার্থ।
ভাষা + অন্তর = ভাষান্তর।

(ঘ) আ + আ = আ (া)

পরীক্ষা + আগার = পরীক্ষাগার।
ছায়া + আবৃতা = ছায়াবৃতা।
কারা + আগার = কারাগার।
সদা + আনন্দ = সদানন্দ।
তন্দ্রা + আচ্ছন্ন = তন্দ্রাচ্ছন্ন।
মহা + আশয় = মহাশয়।
শিক্ষা + আয়তন = শিক্ষায়তন।

বিবেক + আনন্দ = বিবেকানন্দ।
হিম + আলয় = হিমালয়।
রত্ন + আকর = রত্নাকর।
শোক + আবেগ = শোকাবেগ।
পদ + আনত = পদানত।
পদ্ম + আসন = পদ্মাসন।

মুক্তা + অধিক = মুক্তাধিক।
মহা + অরণ্য = মহারণ্য।
আজ্ঞা + অধীন = আজ্ঞাধীন।
আশা + অতীত = আশাতীত।
তথা + অপি = তথাপি।

সুধা + আকর = সুধাকর।
কল্পনা + আলোক = কল্পনালোক।
বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।
শঙ্কা + আকুল = শঙ্কাকুল।
মহা + আলয়া = মহালয়া।
কশা + আঘাত = কশাঘাত।
মহা + আকাল = মহাকাল।

সূত্র ২ : (ক) ই + ই = ঈ (ী)
(খ) ই + ঈ = ঈ (ী)
(গ) ঈ + ই = ঈ (ী)
(ঘ) ঈ + ঈ = ঈ (ী)

ই-কার কিংবা ঈ-কার এর পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়।

(ক) ই + ই = ঈ (ী)

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র।
যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র।
অতি + ইত = অতীত।

মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র।
প্রতি + ইতি = প্রতীতি।
অতি + ইব = অতীব।

(খ) ই + ঈ = ঈ (ী)

অগ্নি + ঈশ = অগ্নীশ।
গিরি + ঈশ = গিরীশ।
পরি + ঈক্ষিত = পরীক্ষিত।
পরি + ঈক্ষক = পরীক্ষক।

অধি + ঈশ = অধীশ।
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।
কবি + ঈশ = কবীশ।
প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা।

(গ) ঈ + ই = ঈ (ী)

অবনী + ইন্দ্র = অবনীন্দ্র।
সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র।
সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র।

রথী + ইন্দ্র = রথীন্দ্র।
শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র।
যোগী + ইন্দ্র = যোগীন্দ্র।

(ঘ) ঈ + ঈ = ঈ (ী)

সতী + ঈশ = সতীশ।
গোপী + ঈশ্বর = গোপীশ্বর।
পৃথ্বী + ঈশ = পৃথ্বীশ।

গৌরী + ঈশ = গৌরীশ।
দিল্লি + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর।
শচী + ঈশ = শচীশ।

সূত্র ৩ : (ক) উ + উ = ঊ (ূ)
(খ) উ + ঊ = ঊ (ূ)
(গ) ঊ + উ = ঊ (ূ)
(ঘ) ঊ + ঊ = ঊ (ূ)

ঊ-কার কিংবা ঊ-কার এর পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়।

(ক) উ + উ = ঊ (ূ)

মধু + উৎসব = মধূৎসব।
কটু + উক্তি = কটূক্তি।
ভানু + উদয় = ভানূদয়।

সু + উক্তি = সূক্তি।
মধু + উদ্যান = মধূদ্যান।
অনু + উদিত = অনূদিত।

(খ) উ + ঊ = ঊ (ূ)

লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি।
বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব।

তনু + ঊর্ধ্ব = তনূর্ধ্ব।
সিন্ধু + ঊর্মি = সিন্ধূর্মি।

(গ) ঊ + উ = ঊ (ূ)

বধূ + উৎসব = বধূৎসব।
বধূ + উক্তি = বধূক্তি।

বধূ + উদয় = বধূদয়।
ভূ + উৎক্ষেপ = ভূৎক্ষেপ।

(ঘ) ঊ + ঊ = ঊ (ূ)

ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

সরযূ + ঊর্মি = সরযূর্মি।

সূত্র ৪ : (ক) অ + ই = এ | (খ) অ + ঈ = এ
(গ) আ + ই = এ | (ঘ) আ + ঈ = এ

অ-কার কিংবা আ-কার এর পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়।

(ক) অ + ই = এ

দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র।
দর্শন + ইন্দ্রিয় = দর্শনেন্দ্রিয়।
স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা।
পূর্ণ + ইন্দ্র = পূর্ণেন্দ্র।

সূর্য + ইন্দ্র = সূর্যেন্দ্র।
ঘ্রাণ + ইন্দ্রিয় = ঘ্রাণেন্দ্রিয়।
নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র।
বল + ইন্দ্র = বলেন্দ্র।

(খ) অ + ঈ = এ

রাম + ঈশ্বর = রামেশ্বর।
গোপ + ঈশ = গোপেশ।
পরম + ঈশ্বর = পরমেশ্বর।
দেব + ঈশ = দেবেশ।
রাজ্য + ঈশ্বর = রাজ্যেশ্বর।
অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা।

হৃষীক + ঈশ = হৃষীকেশ।
প্রাণ + ঈশ = প্রাণেশ।
কমল + ঈশ = কমলেশ।
সুর + ঈশ = সুরেশ।
দীন + ঈশ = দীনেশ।
ভব + ঈশ = ভবেশ।

(গ) আ + ই = এ

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।
সুধা + ইন্দু = সুধেন্দু।
রমা + ইন্দ্র = রমেন্দ্র।

মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র।
রসনা + ইন্দ্রিয় = রসনেন্দ্রিয়।
রাজা + ইন্দ্র = রাজেন্দ্র।

(ঘ) আ + ঈ = এ

মিথিলা + ঈশ = মিথিলেশ।
রমা + ঈশ = রমেশ।
দ্বারকা + ঈশ্বর = দ্বারকেশ্বর।
উমা + ঈশ = উমেশ।

কমল + ঈশ = কমলেশ।
মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর।
মহা + ঈশান = মহেশান।
সারদা + ঈশ্বরী = সারদেশ্বরী।

সূত্র ৫ : (ক) অ + উ = ও (৫।) | (খ) অ + ঊ = ও (৫।)
(গ) আ + উ = ও (৫।) | (ঘ) আ + ঊ = ও (৫।)

অ-কার কিংবা আ-কার এর পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়।

(ক) অ + উ = ও

কাব্য + উদ্যান = কাব্যোদ্যান।

রস + উত্তীর্ণ = রসোত্তীর্ণ।

সময় + উপযোগী = সময়োপযোগী।
জল + উচ্ছ্বাস = জলোচ্ছ্বাস।
তীর্থ + উদক = তীর্থোদক।
সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়।
পর + উপকারী = পরোপকারী।
হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ।
পুষ্প + উদ্যান = পুষ্পোদ্যান।
পুণ্য + উদক = পুণ্যোদক।
নব + উদ্যম = নবোদ্যম।
শীত + উষ্ণ = শীতোষ্ণ।
চন্দ্র + উদয় = চন্দ্রোদয়।
সর্ব + উত্তম = সর্বোত্তম।
পুরুষ + উত্তম = পুরুষোত্তম।
স্নান + উৎসব = স্নানোৎসব।

(খ) অ + ঊ = ও

চল + ঊর্মি = চলোর্মি।
পর্বত + ঊর্ধ্ব = পর্বতোর্ধ্ব।
চঞ্চল + ঊর্মি = চঞ্চলোর্মি।
নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া।

(গ) আ + উ = ও

বিদ্যা + উপার্জন = বিদ্যোপার্জন।
পূজা + উপাসনা = পূজোপাসনা।
স্পর্ধা + উক্তি = স্পর্ধোক্তি।
কথা + উপকথন = কথোপকথন।
দুর্গা + উৎসব = দুর্গোৎসব।
মহা + উচ্চ = মহোচ্চ।
গীত + উক্ত = গীতোক্ত।
গঙ্গা + উদক = গঙ্গোদক।
মহা + উল্লাস = মহোল্লাস।
মহা + উপকার = মহোপকার।
যথা + উচিত = যথোচিত।
বিদ্যা + উদয় = বিদ্যোদয়।

(ঘ) আ + ঊ = ও

মহা + ঊর্মি = মহোর্মি।
মহা + ঊর্ধ্ব = মহোর্ধ্ব।
গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

সূত্র ৬ : (ক) অ + এ = ঐ (খ) অ + ঐ = ঐ
(গ) আ + এ = ঐ (ঘ) আ + ঐ = ঐ

অ-কার কিংবা আ-কার এর পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়।

(ক) অ + এ = ঐ

জন + এক = জনৈক।
হিত + এষণা = হিতৈষণা।
শুভ + এষী = শুভৈষী।
হিত + এষী = হিতৈষী।
সর্ব + এব = সর্বৈব।

(খ) অ + ঐ = ঐ

মত + ঐক্য = মতৈক্য।
বিত্ত + ঐশ্বর্য = বিত্তৈশ্বর্য।
চিত্ত + ঐশ্বর্য = চিত্তৈশ্বর্য।
ধন + ঐশ্বর্য = ধনৈশ্বর্য।

(গ) আ + এ = ঐ

যথা + এব = যথৈব।

তথা + এব = তথৈব।

(ঘ) আ + ঐ = ঐ

মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

মহা + ঐরাবত = মহৈরাবত।

সুত্র ৭ : (ক) অ + ও = ঔ

(গ) আ + ও = ঔ

সদা + এব = সদৈব।

বসুধা + এব = বসুধৈব।

রাজা + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য।

(খ) অ + ঔ = ঔ

(ঘ) আ + ঔ = ঔ

অ-কার কিংবা আ-কার এর পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়।

(ক) অ + ও = ঔ

বন + ওষুধি = বনৌষধি।

বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বৌষ্ঠ।

জল + ওকা = জলৌকা।

(খ) অ + ঔ = ঔ

অমৃত + ঔষধ = অমৃতৌষধ।

চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য।

চিত্ত + ঔদাস্য = চিত্তৌদাস্য।

পরম + ঔষধি = পরমৌষধি।

(গ) আ + ও = ঔ

মহা + ওষধি = মহৌষধি।

মহা + ওঘ (ঢেউ) = মহৌঘ।

(ঘ) আ + ঔ = ঔ

মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য।

সুত্র ৮ :

(ক) অ + ঋ = অর্

দেব + ঋষি = দেবর্ষি।

অধম + ঋণ = অধমর্ণ।

হিম + ঋত = হিমার্ত।

যুগ + ঋষি = যুগর্ষি।

সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি।

উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ।

বিপ্র + ঋষি = বিপ্রর্ষি।

(খ) আ + ঋ = অর্

মহা + ঋষি = মহর্ষি।

তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

শীত + ঋত = শীতার্ত।

রাজা + ঋষি = রাজর্ষি।

ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত।

আ + ঋত = আর্ত।

সূত্র ৯ : (ক) ই-কার + স্বরবর্ণ = য (খ) ঈ-কার + স্বরবর্ণ = য

ই-কার কিংবা ঈ-কার এর পর ই-কার কিংবা ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে পূর্ববর্তী ই-কার কিংবা ঈ-কার স্থানে 'য' হয়।

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত।
ইতি + আদি = ইত্যাদি।
অনাদি + অন্ত = অনাদ্যন্ত।
অতি + উচ্চ = অত্যুচ্চ।
প্রতি + এক = প্রত্যেক।
অতি + অন্ত = অত্যন্ত।
অনুমতি + অনুসারে = অনুমত্যনুসারে।
ইতি + অবসরে = ইত্যবসরে।
প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ।
মূর্তি + অন্তর = মূর্ত্যন্তর।
পরি + অটন = পর্যটন।
পরি + অবসিত = পর্যবসিত।
বি + উৎপত্তি = ব্যুৎপত্তি।
পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা।
সূচি + অগ্র = সূচ্যগ্র।
মসী + আধার = মস্যাধার।
নদী + আদি = নদ্যাদি।
প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর।
গতি + অন্তর = গত্যন্তর।
পরি + আপ্ত = পর্যাপ্ত।
যদি + অপি = যদ্যপি।
পরি + অবসান = পর্যবসান।
অভি + উদয় = অভ্যুদয়।
প্রতি + আঘাত = প্রত্যাঘাত।
প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন।
অধি + অয়ন = অধ্যয়ন।
প্রতি + অর্পিত = প্রত্যর্পিত।
অধি + ঊষিত = অধ্যূষিত।
প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন।
অভি + আগত = অভ্যাগত।
বি + অর্থ = ব্যর্থ।
অতি + আশ্চর্য = অত্যাশ্চর্য।
নদী + অম্বু = নদ্যম্বু।
নি + ঊন = ন্যূন।
প্রতি + আশা = প্রত্যাশা।
অতি + উন্নতি = অত্যুন্নতি।
প্রতি + আখ্যান = প্রত্যাখ্যান।
উপরি + উপরি = উপর্যুপরি।
প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার।
পরি + অটক = পর্যটক।

সূত্র ১০ : (ক) উ-কার + স্বরবর্ণ = ব (খ) ঊ-কার + স্বরবর্ণ = ব

উ-কার কিংবা ঊ-কার এর পর উ-কার কিংবা ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উ বা ঊ স্থানে 'ব' হয়।

অনু + এষণ = অন্বেষণ।
মনু + অন্তর = মন্বন্তর।
অনু + অয় = অন্বয়।
পশু + আচার = পশ্বাচার।
পশু + অধম = পশ্বধম।
সু + অস্তি = স্বস্তি।
সু + আগত = স্বাগত।
অনু + এষা = অন্বেষা।

সু + অল্প = স্বল্প।
অনু + ইত = অন্বিত।
বহু + আরম্ভ = বহ্বারম্ভ।
তনু + ঈ = তন্বী।

সূত্র ১১ : ঋ-কার এর পরে ঋকার ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র্' হয়।

পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়।
ভ্রাতৃ + উপদেশ = ভ্রাত্রুপদেশ।
পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি।
মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ।
মাতৃ + আদর্শ = মাত্রাদর্শ।
মাতৃ + অনুমতি = মাত্রানুমতি।

সূত্র ১২ : অন্য স্বর পরে থাকলে পূর্ববর্তী এ-কার স্থানে অয়, ঐ-কার স্থানে আয়, ও-কার স্থানে অব্ এবং ঔ-কার স্থানে আব্ হয়।

ভৌ + উক = ভাবুক।
শৈ + অক = শায়ক।
পো + অন = পবন।
নে + অন = নয়ন।
গৈ + অক = গায়ক।
ভো + অন = ভবন।
পৌ + অক = পাবক।
দ্রৌ + অক = দ্রাবক।
পো + ইত্র = পবিত্র।
গো + আদি = গবাদি।
গৈ + ইকা = গায়িকা।
নৌ + ইক = নাবিক।
শে + অন = শায়ন।
নৈ + ইকা = নায়িকা।
গো + এষণা = গবেষণা।

নিপাতনে সন্ধি

যে সমস্ত সন্ধি সূত্রের মধ্যে পড়ে না অথচ সন্ধিবদ্ধ হয় কিংবা যে সমস্ত শব্দ সন্ধির নিয়মমতো সুনির্দিষ্ট রূপ না পেয়ে অন্যপ্রকার রূপলাভ করে, নিয়মবহির্ভূত সেই সন্ধিকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলা হয়।

কুল + অটা = কুলটা।
প্র + উঢ় = প্রৌঢ়।
মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড।
সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত।
সম + অর্থ = সমর্থ।
শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোধন।
স্ব + ঈর = স্বৈর।
গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র।
গো + অক্ষ = গবাক্ষ।
অন্য + অন্য = অন্যান্য।

খাঁটি বাংলা সন্ধির উদাহরণ

১। পূর্বস্বর লুপ্ত হয়ে সন্ধি।

মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। নিন্দা + উক = নিন্দুক। এক + এক = একেক।

২। পরবর্তী স্বর লুপ্ত হয়ে সন্ধি।

ছেলে + আমি = ছেলেমি। ছোটো + এর = ছোটোর।

দিদি + এর = দিদির।

জেনে রাখা দরকার

(ক) সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন।

(খ) সন্ধিতে বর্ণের মিলন হয়।

(গ) সন্ধি প্রধানত চারপ্রকার। স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, বিসর্গ সন্ধি ও নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি।

(ঘ) স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন—বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

(ঙ) স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলা হয়। যেমন—বাক্ + দেবী = বাগ্‌দেবী।

(চ) স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জণবর্ণের সঙ্গে ঃ-এর যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। যেমন—পুরঃ + হিত = পুরোহিত।

অনুশীলনী

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

(ক) মনু + অন্তর = মন্বন্তর/মনুন্তর।

(খ) দেব + ঈশ = দেবীশ/দেবেশ।

(গ) যথা + এব = যথৈব/যথেব।

(ঘ) গো + অক্ষ = গবক্ষ/গবাক্ষ।

(ঙ) সীমন + অন্ত = সীমন্ত/সীমান্ত।

(চ) অতি + উত্তম = অতুত্তম/অত্যুত্তম।

২। শুদ্ধ উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

(ক) সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়/সূর্য + উদয়/সূর্য + দয়।

(খ) মহোপকার = মহা + উপকার/মহ + উপকার/মহোপ + কার।

(গ) আদ্যন্ত = আদি + অন্ত/আদ্য + অন্ত/আদী + অন্ত।

(ঘ) মহর্ষি = মহ + ঋষি/মহা + ঋষি/মহা + রিষি।

(ঙ) রমেশ = রমা + এশ/রমা + ঈশ/রম + ঈশ।

(চ) অধীশ্বর = অধি + ঈশ্বর/অধী + ঈশ্বর/অধি + ইশ্বর।

৩। বাঁদিকের সন্ধিবদ্ধ পদটির সঙ্গে ডানদিকের যেটির যোগ আছে বন্ধনীর মধ্যে সেই সংখ্যা লেখো :

বামদিক	ডানদিক	
১। মহৈশ্বর্য	(ক) যথা + উচিত	( )
২। দেবর্ষি	(খ) সিন্ধু + ঊর্মি	( )
৩। অত্যাচার	(গ) অনু + এষণে	( )
৪। অন্বেষণে	(ঘ) মহা + ঐশ্বর্য	( )
৫। সিন্ধূর্মি	(ঙ) দেব + ঋষি	( )
৬। পরমেশ্বর	(চ) অতি + আচার	( )
৭। যথোচিত	(ছ) পরম + ঈশ্বর	( )

(খ) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী

১। (ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

(i) মহোৎসব = —— ।
(ii) নদ্যম্বু = —— ।
(iii) বিদ্যাভ্যাস = —— ।
(iv) শিক্ষাগার = —— ।
(v) যথোচিত = —— ।
(vi) বিবেকানন্দ = —— ।
(vii) লম্বোদর = —— ।
(viii) রত্নাকর = —— ।
(ix) কথোপকথন = —— ।
(x) পরোপকার = —— ।

(খ) সন্ধি যুক্ত করো :

(i) সু + অল্প = —— ।
(ii) সপ্ত + ঋষি = —— ।
(iii) লজ্জা + ঈশ্বর = —— ।
(iv) সতী + ঈশ = —— ।
(v) ইতি + আদি = —— ।
(vi) বিদ্যা + অভ্যাস = —— ।
(vii) চন্দ্র + উদয় = —— ।
(viii) গো + অক্ষ = —— ।
(ix) মহা + উপকার = —— ।
(x) নর + উত্তম = —— ।
(xi) যথা + উচিত = —— ।
(xii) প্র + ঊঢ় = —— ।

২। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) মরু + —— = মরূদ্যান।
(খ) অতি + —— = অত্যাচার।
(গ) দেব + —— = দেবেশ।
(ঘ) সীমন + —— = সীমন্ত।

(ঙ) —— + আগার = কারাগার। (চ) তনু + —— = তন্বী।

(ছ) সু + —— = স্বাগত। (জ) যথা + —— = যথোচিত।

(ঝ) —— + ঋষি = দেবর্ষি। (ঞ) —— + উপকার = পরোপকার।

৩। **সন্ধি বিচ্ছেদ করে কোন্ কোন্ বর্ণে সন্ধি হয়েছে বলো :**

পরোপকার = ——। মহোপকার = ——। হিতৈষণা = ——।

অধীশ্বর = ——। যথেচ্ছা = ——। মহৌষধ = ——।

মহোর্মি = ——। রাজর্ষি = ——। কটূক্তি = ——।

পরমেশ্বর = ——।

(গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী : প্রতিটির মান-২

১। (ক) সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কয়প্রকার ও কী কী?

(খ) স্বরসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(গ) অ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে কী হয়?

(ঘ) অ-কার বা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে কী হয়?

(ঙ) ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার অথবা ঈ-কার ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ই-ঈ স্থানে কী হয়?

(ঘ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

১। সংজ্ঞাসহ পাঁচটি স্বরসন্ধির উল্লেখ করো। ৪

২। নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দাও। ৪